স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্যালয়
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
"প্রজ্ঞাপন"

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অনুচ্ছেদ ৬৯(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ উক্ত আইনের অনুচ্ছেদ ২২, ২৮, ২৯ ও ৪২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- এই প্রবিধানমালা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত চুক্তি প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ঃ- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায় -

(ক) "আইন" অর্থ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন);

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(গ) "চুক্তি" অর্থ কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্য পরিষদের পক্ষে বা সহিত কোন চুক্তি এবং কোন মূল চুক্তির পরিবর্তিত রূপও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "দরপত্র কমিটি" অর্থ প্রবিধানের ১১ এর অধীনে গঠিত দরপত্র কমিটি;

(ঙ) "অনুচ্ছেদ" অর্থ আইনের কোন অনুচ্ছেদ।

(চ) "নির্বাহী প্রকৌশলী" অর্থ পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত;

(জ) "পরিষদ" অর্থ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ;

(ঝ) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানের সহিত সংযুক্ত ফরম;

(ঞ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, যাহা সর্বক্ষেত্রে যথা প্রযোজ্য, নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে গণ্য হইবে।

৩। **উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, প্রণয়ন ও অনুমোদন**।-

(১) পরিষদ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর প্রথম তফসিলে বর্ণিত

বিভিন্ন বিষয়াদির উপর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(২) পরিকল্পনা অনুযায়ী খাতওয়ারী বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিষয়ভিত্তিক কমিটি স্ব- স্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন করিয়া চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের জন্য পরিষদে পেশ করিবে।

(৩) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প সমূহের নক্সা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ পরিষদের নিকট পেশ করিবেন।

(৪) পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলন অনুমোদিত হওয়ার পর চেয়ারম্যান অনুমোদিত প্রাক্কলনে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৫) আইনের উপ-অনুচ্ছেদ ৪৩(৩) মোতাবেক পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) পরিষদের যাবতীয় নির্মাণ কাজ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের দফাওয়ারী দর-তফসিল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের দর-তফসিল অনুসরণে প্রস্তুত করিতে হইবে। তবে কোন কাজের কোন দফা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এল,জি,ই,ডি) দর-তফসিল বহির্ভূত হইলে নির্বাহী প্রকৌশলী পরিষদের অনুমোদনক্রমে ঐ দফা বা কাজের তফসিল প্রস্তুত করিবেন।

৪। **প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি।-** পরিষদের যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প দরপত্র আহ্বান করিয়া ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইবে।

৫। **কতিপয় ব্যক্তির সহিত চুক্তি নিষিদ্ধ। -**

পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং তাঁহাদের কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত কিংবা উক্ত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মালিকানাধীন বা তাহার দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ে জড়িত কোন ব্যক্তির সহিত পরিষদ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না বা পরিষদের পক্ষে চুক্তি করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- "নিকট আত্মীয়" বলিতে,

(ক) পিতা-মাতা;
(খ) চাচা এবং মামা;
(গ) চাচী, ফুফু এবং খালা;
(ঘ) ভাই - বোন;
(ঙ) স্ত্রী অথবা স্বামী;
(চ) শ্বশুর অথবা শ্বাশুরী;
(ছ) জামাতা অথবা পুত্রবধু;

(জ) স্ত্রী বা স্বামীর ভাই বোন;
(ঝ) সৎপুত্র, সৎকন্যা,
(ঞ) সৎ ভাই-বোন; এবং
(ট) ভাগ্নে, ভাগ্নী, ভাতিজা এবং ভাতিজি বুঝাইবে।

৬। চুক্তি লিখন ও সম্পাদন ইত্যাদি।-

(১) পরিষদের প্রত্যেকটি চুক্তি ফরম "ক" অথবা "খ" (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) ও দরপত্র দলিলাদি হিসাবে ব্যবহৃত আনুষাংগিক কাগজ-পত্রাদিতে লিখিত আকারে চেয়ারম্যান বা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হইতে হইবে এবং উহাতে পরিষদের সাধারণ সীলমোহর লাগাইতে হইবে।

(২) পরিষদের প্রত্যেকটি চুক্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উলেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) সম্পাদিতব্য কাজ কাজ বা সরবরাহযোগ্য মালামাল বা উপকরণের বিবরণ;

(খ) উক্ত কাজ বা মালামাল বা উপকরণের জন্য প্রদেয় মূল্য;

(গ) উক্ত চুক্তি বা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিবার মেয়াদ বা মেয়াদ সমূহ।

৭। টেন্ডার কমিটি। -

দরপত্র বিবেচনার জন্য পরিষদ নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি দরপত্র কমিটি গঠন করিবে, যথা:-

(ক) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন পরিষদ সদস্য
-আহ্বায়ক

(খ) পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পরিষদের ১ (এক) জন সদস্য
-সদস্য

(গ) সংশিষ্ট থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যানগণ
-সদস্য (পদাধিকার বলে)

(ঘ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে)
-সদস্য

(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ/গণপূর্ত অধিদপ্তর
-সদস্য (পদাধিকার বলে)

(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার পরিষদ
-সদস্য-সচিব

৮। পাঁচ হাজার টাকার অধিক মূল্যের চুক্তি সম্পাদন।-
দরপত্র কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দরপত্রের পূর্ববিবেচনা ব্যতিরেকে পাঁচ হাজার টাকার অধিক মূল্যমানের কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না।

৯। টেন্ডার কমিটির কাজ। -

(১) পরিষদের কোন নির্মাণ কাজ সম্পাদন বা কোন মালামাল বা উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার বিধান এবং সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে দরপত্র কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের কাজের জন্য একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক পত্রিকায় এবং পরিষদ, জেলা প্রশাসক, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, থানা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়, পরিষদের আওতাধীন সকল অফিস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিয়া দরপত্র আহ্বান করিবেন।

(২) দরপত্র বিজ্ঞাপনে দরপত্র দাখিলের তারিখ, সময়, স্থান এবং ব্যাংক ড্রাফ্ট অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রাক্কলিত দরের উপর প্রদেয় বায়নার টাকার শতকরা হার সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ থাকিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট তারিখে দরপত্র গ্রহনের জন্য নির্ধারিত কক্ষে একটি দরপত্র ব্যাংক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে দরপত্র সমূহ দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খুলিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি দরপত্রের সহিত পূর্ব নির্দিষ্ট বায়নার টাকা ব্যাঙক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার আকারে দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় দরপত্র খোলার সময়ই উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের বিবরণ একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী রেজিস্টারে অনুচ্ছেদবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে স্বাক্ষী হিসাবে ঠিকাদারগণ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণের (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) অবিলম্বে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৭) দরপত্র কমিটি প্রাপ্ত দরপত্র এবং দরপত্রের সহিত সংযুক্ত কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে ইহার অভিমত এবং সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবে।

(৮) যদি দরপত্র কমিটি এই মত পোষণ করে যে, প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ স্পেসিফিকেশন শর্তাবলী অনুযায়ী যথাযথ হয় নাই, সেইক্ষেত্রে

পরিষদের চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে দরপত্র কমিটি আহ্বায়ক পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিবেনঃ

তবে, শর্ত থাকে যে, পূর্বেকার দরপত্রসমূহ কমপক্ষে তিনমাস অথ বা নূতনভাবে আহুত দরপত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকিবে।

(৯) পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হইলে পূর্বের দরপত্র দাতাগণের মধ্যে সর্বনিম্ন দরপত্র দাতা ব্যতীত অন্যান্য দরপত্র দাতাগণ এই শর্তে বায়নার টাকা ফেরৎ লইতে পারিবেন যে, যদি তাহার দরপত্র গৃহীত হয় তবে নোটিশ প্রদানের তিনদিনের মধ্যে বায়নার টাকা পুনরায় জমা দিবেন।

১০। দরপত্র অনুমোদন।-

(১) দরপত্র কমিটির নিকট হইতে দরপত্রসমূহ প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান পরিষদের একটি সভা আহ্বান করিবেন এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উক্ত সভায় পেশ করিবেন।

(২) পরিষদ ইহার গৃহীত নীতিমালার নিরিখে দরপত্র কমিটির অভিমত এবং সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে যেটি/যেগুলি সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গ্রহণযোগ্য হইবে সেইটি/সেইগুলি অনুমোদন করিবে।

১১। জানামত।-

(১) কোন চুক্তি পালনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য ঠিকাদারের নিকট হইতে দরপত্রে দেয় মূল্যের ১০% হারে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে জামানত গ্রহণ করিবে।

(২) কৃতকার্য ঠিকাদারে দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত বায়নার টাকা উপ-প্রবিধি (১) এর বর্ণিত জামানতের সহিত যোগ করা যাইবে।

(৩) কৃতকার্য ঠিকাদার জামানত প্রাদান করিতে বা চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে দরপত্র দলিলের শর্তানুযায়ী পরিষদ তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। পত্র যোগাযোগ।- এই প্রবিধানমালার আওতায় চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে যাবতীয় পত্র যোগাযোগ যথা কার্যাদেশ প্রদান, সময়ে সময়ে তাগাদা প্রদান, চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানাইয়া ঠিকাদারকে পত্র প্রদান এবং ঠিকাদারকে জ্ঞাত করানোর জন্য যাবতীয় বিষয়াদির পত্র যোগাযোগ নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

১৩। পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি।-

(১) ঠিকাদারকে কোন অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং কোন নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য কোন অর্থ প্রদান করা যাইবে না। কমপক্ষে ২০% ভাগ কাজ সম্পাদন করার পর ঠিকাদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করিয়া মাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করার পর এবং পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক উক্ত বহিতে প্রত্যায়ন প্রদানের পরই কেবলমাত্র চলতি বিলের উপর অর্থ প্রদান করা যাইবে।

(২) ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল পরিশোধের জন্য কাজ সমাপ্ত হইবার পর পরিষদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজের পরিমাপ গ্রহণ করিয়া মাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। ইহার পর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মাপ বহি পরীক্ষা করার পর ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত জামানতের অর্থ পরিষদের নিকট জমা থাকিবে। উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঠিকাদার লিখিত আবেদন করিলে নির্বাহী প্রকৌশলী কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট কাজের মান সন্তোষজনক মর্মে প্রত্যায়ন প্রদান করিলে পরিষদ জামানতের টাকা ফেরৎ প্রদান করিতে যাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান ৩ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদনকৃত প্রকল্পে কোন ত্রুটি থাকিলে চুক্তির শর্ত ভংগের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরিষদ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে, অথবা তৎপরিবর্তে, ঠিকাদার সম্মত থাকিলে, পরিষদ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ত্রুটি ঠিকাদারকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইতে পারিবে। অন্যথায় পরিসদ অন্য একজন ঠিকাদারকে নিয়োগ করিয়া প্রকল্পের ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে মূল ঠিকাদারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ পরিষদ আদায় করিতে পারিবে।

১৪। ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে চুক্তি বাতিলকরণ। -

(১) ঠিকাদারের যে কোন ব্যর্থতার জন্য ১০(দশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান পূর্বক পরিষদের চেয়ারম্যানের চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ঠিকাদারের ব্যর্থতা বলিয়া বিবেচিত হইবে, যথাঃ-

(অ) আর্থিক অস্বচ্ছল হইলে, অথবা

(আ) চুক্তি অন্যকে অর্পণ করিলে, অথবা
(ই) চুক্তি পত্রে কোন শর্ত ভংগ করিলে, অথবা
(ঈ) নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক বাতিলকৃত মালামাল কিংবা কাজ নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদানের ১০(দশ) দিনের মধ্যে অপসারণ না করিলে।

(২) ঠিকাদার আংশিক কাজ সম্পন্ন হইবার পর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী চুক্তিপত্র বাতিল হইলে নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত সন্তোষজনক কাজের পরিমাপ ঠিকাদারের উপস্থিতিতে গ্রহণ করিবেন এবং অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করানোর জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক যথারীতি দরপত্র আহ্বান করিবেন।

১৫। আইন ইত্যাদি বহির্ভূত চুক্তি।- আইন এবং এই প্রবিধানামলার বিধানাবলীর সহিত সংগতি রক্ষা না করিয়া পরিষদকে ভুল বুঝাইয়া কোন চুক্তি সম্পাদন করা হইলে, উক্ত চুক্তির দায়-দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

১৬। একাধিক ঠিকাদারদের মধ্যে কাজ বণ্টন পদ্ধতি।- উপ-প্রবিধান ১২(২) অনুযায়ী অনুমোদিত দরপত্র একাধিক হইলে লটারীর মাধ্যমে ঠিকাদারদের মধ্যে কাজ বণ্টন করিতে হইবে।

১৭। রহিতকরণ।- এতদ্বারা Local Parishads (Contract) Rules, 1981 পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রে রহিত করা হইল।

কাজের দফাওয়ারী দরপত্র এবং চুক্তিপত্র
"ঠিকাদারের প্রতি সাধারণ নির্দেশাবলী"

১। যে সকল কাজ চুক্তিতে সম্পাদন করা হইবে সেইগুলি স্থানীয় সরকার পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা ১৯৮৯ মোতাবেক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত দরপত্র কমিটির আহ্বায়নের স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানের ফরমে প্রচার করিতে হইবে। ৫০,০০০/- টাকা মূল্যমান পর্যন্ত কাজের দরপত্রের বিজ্ঞাপন কমপক্ষে একটি স্থানীয় আঞ্চলিক পত্রিকার মাধ্যমে এবং ৫০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে মূল্যমানের কাজের দরপত্রের বিজ্ঞাপন কমপক্ষে একটি স্থানীয়/আঞ্চলিক পত্রিকা ও একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যথারীতি পরিষদ নোটিশ বোর্ড ও জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় বিভাগীয় অফিসের নোটিশ বোর্ডে দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে। এই ফরমে যে কাজ করিতে হইবে তাহার বর্ণনা, দরপত্র দাখিলের এবং খোলার তারিখ এবং কার্য সম্পাদনের

অনুমোদিত সময় উল্লেখ থাকিবে। ইহা ছাড়া দরপত্রের সহিত দাখিলযোগ্য বায়নার টাকার পরিমাণ, নির্বাচিত ঠিকাদারের জন্য দাখিলযোগ্য জামানতের টাকার পরিমাণ এবং শতকরা হিসাবে বিল হইতে কর্তনযোগ্য কোন টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে। ঠিকাদারের পরিদর্শনের জন্য কাজের স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা ও অন্যান্য দলিল পত্রাদি পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে স্বাক্ষরকৃত অবস্থায় অফিস চলাকালীন সময়ে রাখা হইবে।

২। যদি কোন ফার্ম কর্তৃক দরপত্র দাখিল করা হয় তবে ফার্মের সদস্যদের পৃথকভাবে স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। যদি কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকেন তবে সেইক্ষেত্রে এতদ সংক্রান্ত কাজে আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে। যৌথ পরিবারের একজন সদস্য কর্তৃক পরিচালিত ফার্ম ব্যতীত সকলকেই Partnership Act, 1932 (IX of 1932) অনুযায়ী ফার্ম রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে কিনা তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে।

৩। ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত কাজের জন্য পরিশোধকৃত বিলের রশিদে সকল অংশীদার সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। যখন ঠিকাদার দরপত্রের একটি ফার্ম হিসাবে উল্লিখিত থাকিবে তখন একজন অংশীদার সদস্যকে ফার্মের পক্ষে স্বাক্ষর করিতে হইবে অথবা পরিশোধিত বিলের রশিদে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে ফার্মের পক্ষে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৪। দরপত্র দাখিলকারীকে মুদ্রিত ফর্মে কাজের প্রতিটি আইটেমের দর উল্লেখ করিতে হইবে। যে দরপত্রে আহ্বানকৃত দরপত্রের বিজ্ঞপ্তির ফর্মে বর্ণিত কোন কাজের পরিবর্তন অথবা কাজ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব অথবা কোন ধরণের শর্ত আরোপিত থাকিবে, সেই দরপত্র বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। একটি দরপত্র একটির অধিক কাজের জন্য দাখিল করা যাইবে না। আগ্রহী ঠিকাদারগণ একাধিক কাজের প্রতিটির জন্য পৃথকভাবে দরপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। দরপত্রের খামের উপর কাজের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে।

৫। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা দ্বারা দরপত্রের অংশগ্রহণকারী আগ্রহী ঠিকাদারগণ অথবা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দরপত্র সমূহ খুলিতে হইবে এবং একটি উপযুক্ত ফর্মে বিভিন্ন দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করিতে হইবে।

৬। কোন দরপত্র গৃহীত হইলে উক্ত দরপত্রের সহিত ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত

বায়নার টাকার প্রাপ্তি রশিদ ঠিকাদারকে প্রদান করিতে হইবে। তিনি পরবর্তীতে সনাক্তকরনের জন্য ১নং নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন ও অন্যান্য দলিলাদির কপিতে স্বাক্ষর করিবেন। যদি কোন দরপত্র বাতিল করা হয় তাহা হইলে সেই দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত বায়নার টাকা দরপত্র গ্রহনের সিদ্ধান্তের পর ফেরৎ দিতে হইবে। তবে ঠিকাদারকে নিজে পরিষদে হাজির হইয়া বায়নার টাকা ফেরৎ লইতে হইবে।

৭। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল করিবার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত থাকিবে।

৮। ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত টাকার রশিদ পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে। পরিষদের কোন কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত উক্তরূপ রশিদ পরিষদ কর্তৃক অর্থপ্রাপ্তির প্রাপ্তি স্বীকার পত্র হিসাবে গণ্য হইবে না।

"কাজের দরপত্র"

এতদ্বারা আমি/আমরা -- পরিষদের নিুবর্ণিত স্মারক লিপিতে উল্লিখিত কাজ উলিখিত সময়ের মধ্যে উল্লি-খিত দরে এবং সর্বতোভাবে স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা এবং এতদ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী এবং সংযুক্ত চুক্তির অনুচ্ছেদ ৮ এ উলিখিত শর্তাবলী মোতাবেক এবং সর্বতোভাবে প্রযোজ্য অন্যান্য শর্ত মোতাবেক মালামাল দ্বারা সম্পাদনের জন্য দরপত্র দাখিল করিতেছি।

(ক) যদি বিভিন্ন অংশে কাজ থাকে তবে তাহার তালিকা পৃথকভাবে সংযোজন করিতে হইবে।

(ক) সাধারণ বর্ণনা ....
খ) প্রাক্কলিত ব্যয় টা: ....
গ) বায়না টাকা ....
ঘ) জামানতের টাকা (বায়নাসহ) ....
ঙ) শতকরা হারে বিল হইতে কর্তনযোগ্য কোন টাকা ....
চ) কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে কার্য সম্পাদনের অনুমোদিত সময় .... মাস .... দিন

আইটেমের ক্রমিক নং	কাজের আইটেমের বিবরণ ও পরিমাণ	একক প্রতি	দরপত্রের উদ্ধৃত দর (টাকায়)	
			অংকে	কথায়

বিঃদ্রঃ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পাতায় বর্ধিত করা যাইবে।

দরপত্রটি গ্রহণ করা হইলে আমি/আমরা এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, এতদসংগে সংযুক্ত চুক্তির প্রযোজ্য সকল শর্তাবলীসমূহ পূরণ করিব, অন্যথায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্তৃক চুক্তির শর্তানুযায়ী টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে অথবা টাকা প্রদান করিব।

বায়নার টাকা হিসাবে মোট ---------------------- টাকা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট/পে-অর্ডার প্রদান করা হইল যাহার সবই আমি/আমরা উক্ত স্মারকে বর্ণিত কাজ শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের পক্ষে নিঃশর্তভাবে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

দরপত্র দাখিলের পূর্বে ঠিকাদারের স্বাক্ষর	তারিখ .... দিন ....মাস .... সন ....
ঠিকাদারের স্বাক্ষরের স্বাক্ষীর স্বাক্ষর	স্বাক্ষী .... ঠিকানা .... পেশা ....
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর	উপরোক্ত দরপত্রটি স্থানীয় সরকার পরিষদের পক্ষে আমি গ্রহণ করিলাম। তারিখ .... দিন .... মাস .... সন ....

“চুক্তির শর্তাবলী”

১। জামানত ঃ-

পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের দেয় পরিশোধের সময় .... টাকা (তাহার দ্বারা জমাকৃত বায়নার টাকাসহ) তাহার সম্পাদিত কাজের মোট মূল্যের শতকরা ১০(দশ) টাকা কর্তন করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং এইরূপ কর্তনকৃত টাকা জামানত হিসাবে পরিষদে রক্ষিত থাকিবে।

২। বিলম্বের জন্য ক্ষতিপুরন ঃ-

কাজটি সম্পাদনের জন্য দরপত্রের উল্লিখিত নির্ধারিত সময় সীমা ঠিকাদার কর্তৃক কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে এবং অফিস আদেশ ঠিকাদারকে কাজটি শুরু করার জন্য যে তারিখ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে ঐ দিন হইতেই সময়সীমা ধার্য হইবে। চুক্তির নির্ধারিত সময়ে চুক্তিপত্রের অন্যতম উপাদান বিবেচনায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সময়ানুপাতিকভাবে ঠিকাদারকে কাজটির যথাযথ অগ্রগতি সাধন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি আরম্ভ করা না হইলে অথবা অসমাপ্ত থাকিলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ঠিকাদার মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১% হারে অথবা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ পরিষদকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। কোন কাজ সম্পাদনে ১(এক) মাসের বেশী সময় বরাদ্দ করা হইলে কাজটির যথাযথ অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এক-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে এক-চতুর্থাংশ কাজ, অর্ধেক সময় অতবাহিত হইবার পূর্বে অর্ধেক কাজ এবং তিন-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে তিন-চতুর্থাংশ কাজ সম্পাদিত হইতে হইবে। ঠিকাদার এই শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজ সমাধান না হয় সেই ততদিন পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১% হারে অথবা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হারে পরিষদে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে, বিধান করা হইয়াছে তাহা দরপত্রের উল্লিখিত কাজের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০% এর উর্ধ্বে হইতে পারিবে না।

৩। জামানত বাজেয়াপ্ত করণ ঃ-

যে ক্ষেত্রে ঠিকাদার এই চুক্তির কোন বিধান বা বিধান সমূহের আওতায় তাহার জামানতের সমুদয় অর্থ (এককালীন অথবা কিস্তিতে পরিশোধকৃত) ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধ করিবার যোগ্য সেই ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান পরিষদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া নিম্নবর্ণিত যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাখেনঃ

(ক) চুক্তি বাতিল করার জন্য চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ঠিকাদারকে দেওয়া চুক্তি বাতিল নোটিশ চুক্তি বাতিলের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সেইক্ষেত্রে ঠিকাদারের জামানত সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে ও উহা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(খ) ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত এবং অসম্পূর্ণ কাজের পরিমাপ গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ কাজ অন্য ঠিকাদার দ্বারা সম্পাদন করণের ক্ষেত্রে মূল ঠিকাদারের সম্পূর্ণ কাজে যে ব্যয় হইত তাহার অধিক ব্যয় (যাহার পরিমাণ নির্বাহী প্রকৌশলীয় প্রত্যয়ন দ্বারা চূড়ান্ত হইবে) মূল ঠিকাদারই বহন বা পরিশোধ করিবেন এবং পরিষদের কাজে চুক্তির আওতায় ঠিকাদারের প্রাপ্য অথবা তাহার জামানত অথবা

তাহার মালামাল বিক্রয়লব্দ টাকা অথবা উহার অংশ হইতে কর্তন করিয়া লওয়া হইবে।

পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কাজ সম্পাদন এবং চুক্তিপত্র বাস্তবায়নের জন্য মালামাল ক্রয় কিংবা সংগ্রহ কিংবা কাহাকেও নিয়োজিত করা কিংবা কোন অগ্রিম প্রদান করার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে ঠিকাদার কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না। উপরি-উল্লিখিত যে কোন কারণে চুক্তি বাতিল হইলে যদি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী লিখিতভাবে কাজের মান এবং পরিমাণ এবং তাহার প্রাপ্য মূল্য সম্বন্ধে প্রত্যয়ন না করেন ততক্ষন কোন ভাবেই ঠিকাদার এই চুক্তির অধীনে সম্পাদিত কোন কাজের মূল্য আদায় অথবা প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

৪। ঠিকাদারের যন্ত্রপাতিসমূহের দখল নেওয়া অথবা অপসারণ অথবা বিক্রয় করার ক্ষমতা ঃ-

যে কোন কারণে অনুচ্ছেদ ৩ এ প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাহা প্রয়োগ না করেন তবে তাহাকে কোন শর্তে পরিহার করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে না। কোন ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার কারণে ঠিকাদারের সমস্ত জামানত ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাজেয়াপ্ত করণের ক্ষেত্রে এবং ঠিকাদার কর্তৃক সকল অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষতিপূরনের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষমতা বহাল থাকিবে। অনুচ্ছেদ ৩ (ক) অথবা (খ) তে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে সেইগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছা করিলে ঠিকাদারের ক্রয়কৃত এবং কার্যে ব্যবহৃত ও কার্যস্থলে রক্ষিত সমস্ত অথবা যে কোন যন্ত্রপাতি ও মালামালের দখল লইতে পারিবেন এবং চুক্তির শর্তে উল্লিখিত দর অনুযায়ী অথবা যেক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না সেইক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত বাজার দর চূড়ান্ত গণ্যে তদনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করা হইবে। নতুবা নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্দিষ্ট সময় উল্লিখিত করিয়া ঠিকাদারকে অথবা তাহার কর্মচারীকে, ফোরম্যানকে অথবা অন্য কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কর্মস্থল হইতে যন্ত্রপাতি, মালামাল অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। যদি ঠিকাদার উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তবে নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারের খরচে ঐগুলি অপসারণ করাইতে পারিবেন অথবা নিলামে বা সরাসরি বিক্রয় করিতে পারিবেন। যাহার অর্থ ঠিকাদারের হিসাবে সমন্বয়যোগ্য হইবে এবং এই ধরণের যে কোন অপসারণ বা বিক্রয়ের জন্য কোন খরচ অথবা বিক্রয়লব্দ অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। সময় বর্ধন ঃ-

অনিবার্য কারণবশত: কার্য সম্পাদনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যদি ঠিকাদার সময় বর্ধিত করিতে চাহেন তবে তিনি বাধা প্রাপ্ত হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ নির্বাহী প্রকৌশলীকে

বাধা প্রাপ্তির বিষয় লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং সময় বর্ধনের জন্য লিখিত আবেদন করিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী তাহার মতে প্রদর্শিত কারণসমূহ যুক্তিযুক্ত হইলে এবং এইরূপ কোন কারণে সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং যুক্তিযুক্ত হইলে চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় বর্ধিত সময় মঞ্জুর করিবেন।

৬। চূড়ান্ত প্রত্যয়ন পত্র ঃ-

সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের পর নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারকে কার্যটি সম্পূর্ণ সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র দিবেন। ঠিকাদার যে জায়গায় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন বা কার্য সম্পাদনের জন্য যে সকল জায়গা দখল লইয়াছেন সেই সকল জায়গা হইতে ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল, রাবিশ যতক্ষণ না অপসারণ করিবেন এবং তাহার আশে পাশের সকল কাঠের কাজ, দরজা, জানালা, দেওয়াল মেঝে অথবা ইমারতের সকল অংশ প্রভৃতি যতক্ষণ না পরিস্কার করিবেন ততক্ষণ তাহাকে কার্য সম্পূর্ণ সম্পাদনের চূড়ান্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হইবে না বা তাহার কাজ চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। অথবা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী যতক্ষণ পর্যন্ত সমাপ্তকৃত কাজের চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক পরিমাপ গ্রহণ না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজটি চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক এবং কার্য সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ঠিকাদার ভারা, উদ্বত্ত মালামাল ও রাবিশ প্রভৃতি কার্যস্থল হইতে অপসারণ করিতে এবং কর্মস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারের খরচে এই সকল ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল ও রাবিশ প্রভৃতি কার্যস্থল হইতে অপসারণ অথবা বিক্রয় করাইতে এবং কার্যস্থর পরিস্কার করাইতে পারিবেন। ঠিকাদার এই কাজের জন্য খরচকৃত সকল পাওনা পরিশোধ করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রয়লব্দ অর্থ ছাড়া ঠিকাদারের ভারা, উদ্বৃত্ত মালামাল, রাবিশ প্রভৃতির কোন দাবি থাকিবে না।

৭। সকল মধ্যবর্তীকালীন পরিশোধিত টাকাই অগ্রিম ঃ-

৫,০০০/- টাকার কম প্রাক্কলিত মূল্যমানের কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং কাজ সমাপ্তির প্রত্যয়ন পত্র না দেওয়া পর্যন্ত কোন পাওনা পরিশোধ করা যাইবে না। কিন্তু প্রাক্কলিত মূল্য ৫,০০০/- টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত মূল্যের সকল কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদার বিল পেশ করা সাপেক্ষে সমাপ্তকৃত কাজের অনুপাতে চলতি বিল পাইবার যোগ্য হইবে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত চলতি বিলের অর্থের পরিমাণ পরিষদ কর্তৃক পরিশোধের জন্য গৃহীত হইবে। কিন্তু এই ধরনের সকল মধ্যবর্তীকালীন পরিশোধকৃত পাওনা চূড়ান্ত পাওনার অগ্রিম হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং আংশিক সমাপ্ত কাজের পাওনা হিসাবে ইহা বিবেচিত হইবে না। এই পাওনা পরিশোধ ঠিকাদারের কোন ত্রুটিপূর্ণ অথবা অদক্ষ কাজের অপসারণ, পুনঃ নির্মাণ অথবা পুনঃ স্থাপনের বাধ্য সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ইহাতে কাজ অথবা কাজের অংশ বিশেষ চুক্তি মোতাবেক সঠিকভাবে

সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াও ধরা হইবে না। ইহা কোন দাবীর নিষ্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে না। ইহা নির্বাহী প্রকৌশলীর চূড়ান্ত হিসাবে নিষ্পত্তি বা সমন্বয় করার জন্য কোন ক্ষমতা খর্ব করিতে পারিবে না। ইহা অন্য কোন উপায়ে চুক্তির উপর কোন সিদ্ধান্ত ও পার্থক্য সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। কাজটি চূড়ান্তভাবে সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের একমাসের মধ্যে ঠিকাদার-কে চূড়ান্ত বিল পেশ করিতে হইবে অন্যথায় নির্বাহী প্রকৌশলীর দ্বারা প্রত্যয়নকৃত পরিমাপ এবং সেই অনুযায়ী নির্ণেয় মোট পরিশোধযোগ্য অর্থই সকলের জন্য চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক বিবেচিত হইবে।

৮। কাজের স্পেসিফিকেশন, নক্সা, আদেশ প্রভৃতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে হইবে ঃ-
ঠিকাদারকে সমস্ত কাজ এবং উহার প্রতিটি অংশ বাস্তব এবং উত্তম কারিগরি উপায়ে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক এবং অন্যান্য শর্তানুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে। ঠিকাদারকে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং তাহার অফিসে রক্ষিত কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল ডিজাইন, নক্সা এবং লিখিত নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে, সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতে হইবে। ঠিকাদার অফিস চলাকালীন সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে ঐ সকল ডিজাইন, নক্সা ইত্যাদি দেখিতে পারেন এবং ঠিকাদার যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে তাহার নিজের খরচে কার্যস্থল পরিদর্শন ও এই সকল স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা এবং নির্দেশাবলী সমূহের অনুলিপি করাইয়া লইতে পারিবেন।

৯। স্পেশিফিকেশন এবং ডিজাইনের পরিবর্তন ঃ-
নির্বাহী প্রকৌশলী কাজ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনবোধে অথবা যথার্থ মনে করিলে মূল মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের অনধিক ১০(দশ) শতাংশ পর্যন্ত কাজের পরিমাণের যে কোন পরিবর্তন, বাতিল, সংযোজন অথবা বিকল্প প্রদান করিতে পারিবেন। মূল মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের অথবা নির্দেশনামা সমূহের যে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আবশ্যক হইলে উহার জন্য পরিষদের নিকট হইতে কার্য সম্পাদনের পূর্বে লিখিত সম্মতি লইতে হইবে। ঠিকাদার নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষরিত লিখিত এই সকল নির্দেশনামা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই ধরনের পরিবর্তন, সংযোজন অথবা বাতিল হওয়ার ফলে মূল চুক্তি অবৈধ বিবেচিত হইবে না। মূল চুক্তিতে ঠিকাদার যে শর্তে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন, উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মূল কাজের অংশ হিসাবে যে কোন সংযোজিত, বিকল্প কাজ সেই শর্তে ঠিকাদারকে করিতে দেওয়া যাইতে পারিবে। মূল কাজের জন্য দরপত্রে যে দর বর্ণিত আছে এই সকল পরিবর্তিত কাজের জন্যও সেই দর নির্ধারিত হইবে। পরিবর্তিত, সংযোজিত অথবা বিকল্প কাজগুলি মূল কাজের যে অনুপাতে বৃদ্ধি হইবে কার্য সম্পাদনের সময় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সময় বর্ধনের এই অনুপাত নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন দ্বারাই চূড়ান্ত রূপে নির্ধারিত

হইবে। যদি এই সকল পরিবর্তিত, সংযোজিত অথবা বিকল্প কাজগুলির মধ্যে এমন কাজ থাকে যাহার দর এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত নাই সেইক্ষেত্রে দরপত্র গৃহীত হওয়ার সময় জেলার এলজিইডি-র সিডিউল দর অথবা গণপূর্ত বিভাগের অথবা সড়ক ও জনপথ বিভাগের দর যেটি দরপত্রের জন্য কার্যকরী ছিল উহার সহিত শতকরা হিসাবে দরপত্রের উল্লিখিত প্রাক্কলিত মূল্যের উপর প্রদত্ত দরের হার যোগ অথবা বিয়োগ করতঃ প্রদত্ত দরে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

১০। প্রকাক্কলন ও সিডিউল বহির্ভূত কাজের দর ঃ-
যদি উল্লিখিত সিডিউলের মধ্যে এই সকল পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং বিকল্প কাজের দর উল্লেখ না থাকে তবে এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য আদেশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে ঠিকাদারকে তিনি যে দর চান তাহা নির্বাহী প্রকৌশলীকে জানাইতে হইবে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী তাহার দরে সম্মত না হইলে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সকল কার্য সম্পাদনের আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী যে পদ্ধতি সঠিক বলিয়া মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে এই কাজগুলি সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সকল ক্ষেত্রে দর নির্ধারণের পূর্বে ঠিকাদার যদি কোন কাজ আরম্ভ বা টাকা খরচ করিয়া থাকে তবে তাহার জন্য ঠিকাদারের পাওনা নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত দরে পরিশোধযোগ্য হইবে এবং এই ব্যাপারে কোন জটিলতা দেখা দিলে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১১। কাজের পরিবর্তন অথবা বাধা প্রাপ্তির জন্য ঠিকাদার কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না ঃ-
অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী দরপত্রে উল্লিখিত মূল কাজের দরে অথবা সড়ক ও জনপথ বিভাগ বা গণপুর্ত বিভাগ বা জেলার এলজিইডি'র সিডিউল দর অনুযায়ী ঠিকাদারকে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা বিকল্প কাজ করিতে হইলে এবং সেইখানে বাড়তি মালামাল ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে (পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ সমূহের কোন কিছু স্ববিরোধী হইবে না) ঠিকাদার নির্দেশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট অতিরিক্ত মালামালের প্রয়োজনীয় সংশোধিত দর দাবী করিতে পরিবেন। যদি বর্ধিত কাজের মালামালের বাজার দর বৃদ্ধি পায় তবে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি এর মতামত গ্রহণ পূর্বক পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে বর্ধিত কাজের দর সংশোধন করিতে পারিবেন। কাজ আরম্ভের পর কোন সময়ে পরিষদ যদি মনে করেন যে, কোন কারণে দরপত্রে বর্ণিত সকল কাজ করার প্রয়োজন নাই তবে নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারকে সম্পূর্ণ কাজ করিতে লিখিতভাবে নিষেধ করিবেন। সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদনের যে লাভ এবং সুবিধা হইতে ঠিকাদার বঞ্চিত হইলেন এতদবাবদ ঠিকাদারের কোন পাওনা অথবা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না। মূল কাজের স্পেসিফিকেশন, নক্সা, ডিজাইন এবং নির্দেশের কোন পরিবর্তন, যাহা মূল কাজের পরমাণ হ্রাস করিবে এর জন্য ঠিকাদারের কোন পাওনা অথবা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১২। খারাপ কাজের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ ঃ-

যদি পরিষদ বা নির্বাহী প্রকৌশলী বা পরিষদের কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে সম্পাদিত কোন কাজ নিম্নমানের, ত্রুটিপূর্ণ অথবা অদক্ষ কারিগরী উপায়ে নির্মিত অথবা নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করা হইয়াছে অথবা কার্য সম্পাদনের নির্মাণযোগ্য মালামাল হইতে নিম্নমানের মালামাল সরবরাহ করা হইয়াছে বা অন্য কোনভাবে চুক্তির শর্ত মোতাবেক হয় নাই সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের অথবা মালামালের বিবরণ সম্বলিত নির্বাহী প্রকৌশলীর লিখিত নির্দেশে ঠিকাদার যদিও ইতিমধ্যেই উক্ত কার্য এবং মালামাল ভুলবশতঃ গৃহীত, প্রত্যায়িত এবং মূল্য পরিশোধকৃত হইয়া থাকে, আংশিক অথবা সম্পূর্ণ মালামাল সংশোধন অথবা অপসারণ এবং পুনঃ নির্মাণ করিবেন এবং প্রয়োজনমত মালামাল অপসারণ এবং নিজ খরচে উপযুক্ত মালামাল সরবরাহ করিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক উক্ত ত্রুটিপূর্ণ কাজ, মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রীসমূহের সংশোধনের ব্যাপারে জানাইবেন। যে সকল কাজে মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রীর প্রমাণপত্র প্রদান ও মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে সেইগুলিও প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন অপসারণ ও পুনঃ নির্মাণ করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে ঠিকাদারকে বর্ণিত মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী নিজ খরচে অপসারণ করিয়া উন্নতমানের উপযোগী মালামাল দ্বারা কাজ সংশোধন করিতে হইবে। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার যদি উপরে বর্ণিত সংশোধন ইত্যাদি করিতে ব্যর্থ হন তবে সর্বোচ্চ দশ দিন প্রতিদিনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১% টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। যদি ঠিকাদার উক্ত সময়ের পরেও সংশোধন ইত্যাদি করিতে ব্যর্থ হন তবে পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী সর্বোতভাবে ঠিকাদারের দায়িত্বে ও খরচে কাজটির ত্রুটি সংশোধন অথ বা অপসারণ এবং পুনঃ নির্মাণ অথবা বর্ণিত ত্রুটিপূর্ণ মালামাল অপসারণ এবং পুনঃ সরবরাহ লইতে পারিবেন।

১৩। কাজের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ ঃ-

চুক্তির শর্ত মোতাবেক বাস্তবায়নকালীন অথবা বাস্তবায়িত সকল কাজ সকল সময় নির্বাহী প্রকৌশলী অথবা তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তা পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। কার্যস্থলে দৈনিক কার্যকালীন সময়ে অথবা অন্যান্য সকল সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী অথবা অধঃস্তন কর্মকর্তা পরিদর্শন করিবার যুক্তিযুক্ত নোটিশ দিয়া থাকিলে ঠিকাদার নিজে অথবা তাহার লিখিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আদেশ-নির্দেশ গ্রহনের জন্য কার্যস্থলে উপস্থিত থাকিবেন। ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে দেওয়া আদেশ-নির্দেশ ঠিকাদারকে দেওয়া আদেশ-নির্দেশের সমগুরুত্ব বহন করিবে।

১৪। কাজ আচ্ছাদিত হইবার পূর্বে নোটিশ প্রদান ঃ-

কোন কাজ আচ্ছাদনের পূর্বে কিংবা অন্য কোনভাবে পরিমাপ গ্রহনের সুযোগ বহির্ভূত করার পূর্বে ঠিকাদার পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী অথবা কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত তাহার

অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) দিনের সময়ের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন যাহাতে কাজটির পরিমাপ গ্রহণ করা যায় ও এইরূপ আচ্ছাদিত অথবা পরিমাপের সুযোগ বহির্ভূত হইবার পূর্বেই নিখুঁত আকার লিপিবদ্ধ করা যায়। কাজটির আচ্ছাদানের অথবা পরিমাপ গ্রহনের সুযোগ বহির্ভূত হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার লিখিত নোটিশ প্রদান না করিলে কিংবা নির্বাহী প্রকৌশলী অথবা কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্মতি না নিলে পরিমাপ গ্রহনের জন্য ঠিকাদারের নিজ খরচে উহা উন্মুক্ত করা হইবে। উন্মুক্ত করিতে না পারিলে ঐ কাজের কোন বিল অথবা কাজে ব্যবহৃত কোন মালামালের মূল্য পরিশোধ করা হইবে না।

১৫। প্রত্যয়ন পত্র জারী হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি বা কাজে কোন ত্রুটি দেখা দিলে উহার দায়িত্ব ঠিকাদারের ঃ-

ঠিকাদার কিংবা তাহার শ্রমিক অথবা কর্মচারীরা যে ভবনে কাজ করিতেছেন উহার কোন অংশ যদি ভাংগে, বিকৃতি ঘটায় কিংবা নষ্ট অথবা ধ্বংস করে অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণ কাজ চলিতেছে এমন স্থানের লাগোয়া কোন ভবন, রাস্তা, রাস্তার পাশ, বেষ্টনী, পানির পাইপ, বৈদ্যুতিক তার, নর্দমা, বিদ্যুৎ অথবা টেলিফোনের খুঁটি বা তার, গাছ, ঘাস অথবা ঘাসের জমি বা আবাদী জমির কাজ চলাকালীন সময়ে কোন ক্ষতি করে অথবা নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক কাজের চূড়ান্ত অথবা অন্য কোন প্রকার প্রত্যয়ন পত্র দেওয়ার ১(এক) বৎসরের মধ্যে কাজ চলাকালীন কোন ত্রুটি পাওয়া যায় তবে ঠিকাদার তাহার নিজ খরচে উহা সংশোধন করিবেন। ঠিকাদার ইহাতে ব্যর্থ হইলে নির্বাহী প্রকৌশলী অন্য লোক দ্বারা উল্লিখিত ত্রুটি সমূহের সংশোধন করাইবেন এবং ঠিকাদারের পাওনা অথবা ভবিষ্যতে পাওনা হইতে এমন অর্থ অথবা জামানত বা মালামালের বিক্রয়লব্দ অর্থ হইতে নির্বাহী প্রকৌশলী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয়ন মোতাবেক খরচ আদায় করিবেন। কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হওয়ার চূড়ান্ত অথবা অন্য কোন প্রত্যায়ন পত্র প্রদানের এক বৎসর সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার জামানতের টাকা ফেরৎ পাইবেন না। কিন্তু যদি চেয়ারম্যান মনে করেন যে, জামানতের অর্ধেক টাকা অত্র চুক্তির অধীন ঠিকাদারের সকল দায়-দায়িত্ব পূরণে যথেষ্ট তবে সমাপ্তি প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে অর্ধেক জামানত ফেরৎযোগ্য হইবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বর্ণিত কার্য সমাপ্তির প্রত্যয়ন প্রদানের এক বৎসর পর ফেরৎযোগ্য হইবে।

১৬। চূড়ান্ত বিল গ্রহনের দাবী পেশ ঃ-

চূড়ান্ত বিল গ্রহনের পূর্বেই ঠিকাদার চূড়ান্ত বিলের সমুদয় আইটেম এবং গৃহীত পরিমাণ দেখিয়া লইবেন এবং কোন দাবী থাকিলে তাহা পেশ করিবেন। চূড়ান্ত বিল গৃহীত হওয়ার পূর্বে ঠিকাদার যদি কোন দাবী উত্থাপন না করেন তবে পরবর্তীতে অনুচ্ছেদ ২২ মোতাবেক কোন দাবী বা কোন সালসি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৭। ঠিকাদারকে যন্ত্রপাতি, মই, ভারা, মাচা প্রভৃতি সরবরাহ করিতে হইবে ঃ-

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, নির্বাহী প্রকৌশলী দ্বারা যে সকল বিশেষ মালামাল সরবরাহ করার কথা সেইগুলি বাদে ঠিকাদারকে তাহার নিজ খরচে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য মালামাল, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, সরঞ্জাম, মই, দড়ি, মাচা, কপিকল এবং অস্থায়ী কাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে। যদি মূল অথবা পরিবর্তিত অথবা বিকল্প কাজ সমূহ সম্পাদনের জন্য স্পেসিফিকেশনে অথবা চুক্তির জন্য কোন দলিলে এই সকল শর্ত সমূহের উল্লেখ নাও থাকে তথাপি এই সকল শর্ত সমূহের আওতায় কোন বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশসমূহ সরবরাহ ও অপসারণসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। কাজের পত্তন করা, মালামাল গণনা এবং ওজন করা, পরীক্ষা অথবা পরিমাপে সহায়তা করার জন্য যে কোন সময়ে অথবা মাঝে মাঝে ঠিকাদার বিনা খরচে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও লোক সরবরাহ করিবেন। ঠিকাদার উক্ত সরঞ্জামসহ লোক সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারের খরচে সরবরাহ করিতে পারিবেন এই খরচের টাকা চুক্তির অধীন যে বিলের টাকা অথবা জামানতের টাকা হইতে অথবা ঠিকাদারের কোন মালামালের অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় করিতে পারিবেন।

১৮। আলো এবং বেড়া না দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের দায়িত্ব ঃ-

ঠিকাদারকে তাহার নিজ খরচে জনসাধারণের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় বেড়া এবং আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল সতর্কতা অবলোকন, অবহেলার জন্য কেহ আহত হইবার কারণে কোন ব্যক্তি কর্তৃক দায়েরকৃত সকল আইনানুগ ব্যস্থার বা মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদার সকল খরচ বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই ধরনের মামলার ব্যবস্থা গ্রহনের অথবা সাবধানতার অবলম্বনে নির্দেশিত কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ ও খরচ প্রদানে এবং কোন ব্যক্তির সহিত বিষয়টির মীমাংসা করিতে হইলে সকল খরচ ঠিকাদার বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৯। শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ ঃ-

The Workmen Comepensation Act, 1923 (VII of 1923) G Section Gi Sub-section (I) মোতাবেক সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যে নিয়োজিত ঠিকাদারের শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে পরিষদ বাধ্য থাকিবেন। পরিষদ পরিশোধকৃত এই ক্ষতিপূরণের টাকা ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। উপরি-উক্ত আইনের Sub-section 12 এর Sub-section (2) অনুযায়ী পরিষদের অধিকার খর্ব না করিয়া পরিষদ ঠিকাদারের জামানত হইতে এই চুক্তির অধীনে যে কোন পাওনা অর্থ হইতে অথবা অন্যভাবে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন।

২০। পারিশ্রমিক ঃ-
স্থানীয় এলাকার জন্য পরিষদের নিকট যাহা উপযুক্ত তাহার চেয়ে কম পারিশ্রমিক ঠিকাদার তাহার কোন শ্রমিককে প্রদান করিতে পারিবেন না।

২১। পরিষদের নিকট যদি ইহা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন নাই তাহা হইলে নির্বাহী প্রকৌশলী শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধের জন্য এবং এইরূপ পরিশোধকৃত অর্থ ঠিকাদারের বিল হইতে কাটিয়া লওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। যে ঠিকাদার তাহার শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে ব্যর্থ হইবেন তাহার নাম অনুমোদিত ঠিকাদারের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

২২। ফার্মের গঠনে পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাতকরণ ঃ-
ফার্মের অংশীদারদের দ্বারা দরপত্র দাখিলের পর ফার্মের গঠনে কোন পরিবর্তন হইলে ঠিকাদারকে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিষদের অবগতির জন্য জানাইতে হইবে।

২৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিতে হইবে ঃ-
চুক্তির অধীন সম্পাদনযোগ্য সকল কাজ সর্বতোভাবে নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশ এবং অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদন করিতে হইবে। তিনি কোথায় এবং কিভাবে কাজ শুরু এবং সম্পাদন করিতে হইবে তাহার নির্দেশ প্রদানের জন্য পরিষদ কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকিবেন।

২৪। বিরোধ মীমাংসা ঃ-
যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে অন্যভাবে উল্লেখ আছে তাহা ছাড়া পূর্বে উল্লিখিত কাজের স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্সা, নির্দেশাবলী প্রভৃতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এবং নির্মাণ কৌশল অথবা মালামালের মান সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে এবং চুক্তি, ডিজাইন, নক্সা, স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন, নির্দেশ, আদেশপত্র শর্ত সমূহ অথবা কার্য, কার্য সম্পাদন, সম্পাদনের ব্যর্থতা সম্পর্কিত শর্তাবলী হইতে উদ্ভুত ও সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন, দাবী, অধিকার এবং বিষয়াদি যাহাই হোক না কেন এতদ্ সম্পর্কীয় বিরোধ দেখা দিলে যদি উহা কাজ চলাকালীন অথবা সমাপ্তির পরে অথবা পরিত্যক্ত হইবার পরেও হয় সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য একটি সালিসি কমিটিতে পেশ করা হইবে। উক্ত সালিসি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক আহ্বায়ক, নির্বাহী প্রকৌশলী গণপুর্ত সদস্য, নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ সদস্য এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিপি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি বর্তমানে বক্তব্য সালিসি আইন মোতাবেক যথার্থভাবে পরীক্ষা করতঃ রায় প্রদান করিবেন। এই রায় চুক্তি আবদ্ধ সকল পক্ষের জন্য চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হইবে।

২৫। স্পেসিফিকেশন না থাকিলে ঃ-

কোন প্রকারের কাজের ক্ষেত্রে যদি স্পেসিফিকেশন না থাকে সেই ক্ষেত্রে জেলা এলজিইডি'র স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। যদি জেলা এলজিইডি'র স্পেসিফিকেশনও না থাকে তবে গণপুর্ত বিভাগের সিডিউল এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা সড়ক ও জনপথ বিভাগের সিডিউল এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অথবা নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

২৬। কাজের সংজ্ঞা ঃ-

বিষয় এবং প্রসংগে যদি অন্যকিছু উলে□খ্না থাকে তবে এই সমস্ত শর্তের অধীনে "কাজ" অথবা "কাজসমূহ" বলিতে সম্পাদনের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ স্থায়ী অথবা অস্থায়ী মূল, পরিবর্তিত, বিকল্প অথবা অতিরিক্ত সকল কাজই বুঝাইবে।

২৭। শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ঃ-

ঠিকাদার তাহার নিজ খরচে তাহার শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন এবং স্থানীয় জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের নিকট গ্রহণযোগ্যভাবে শ্রমিকদের বাসস্থানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাহার নিজ খরচে পানির বর্তমান উৎস হইতে পাইপ সংযোগ করতঃ শ্রমিকদের বাসস্থানে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন এবং উহার কারণে দেয় সকল পারিশ্রমিক, কর, বা অন্যান্য আনুষাংগিক সকল খরচ তিনিই পরিশোধ করিবেন।

২৮। অতিরিক্ত শর্তাবলী ঃ-

(১) নির্বাহী প্রকৌশলীর পরীক্ষা এবং অনুমোদন ব্যতীত কোন মালামাল কাজের ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি ছাড়া চুক্তি অন্য কাহারও নিকট অর্পণ (Sub-Let) করা যাইবে না। যদি এইরূপ অনুমতি ব্যতিরেখে ঠিকাদার কাহাকেও চুক্তি অর্পণ (Sub-Letting) করেন তবে তিনি চুক্তি ভংগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাহার জামানতের টাকা পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং মালামাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতি হইলে তাহার কোন ক্ষতি পূরণ দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী যদি ঠিকাদার সময় বর্ধিত করিতে চাহেন তবে তাহাকে সময় বর্ধনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়া পরিষদের নিকট আবেদন করিতে হইবে নতুবা এইরূপ সময় বর্ধনের আবেদন বিবেচনার যোগ্য হইবে না। সেই ক্ষেত্রে

ঠিকাদারকে এইরূপ অবহেলায় উদ্ভুত ফলাফলের জন্য দায়ী করা হইবে।

(৪) ঠিকাদারকে প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়ালে এবং মেঝেতে পাইপ অথবা তার বসাইবার জন্য নালা রাখিতে হইবে। এই জন্য তিনি কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

(৫) ভাংগা এবং খনন কাজ হইতে প্রাপ্ত সকল মালামাল (প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয়) পরিষদের সম্পত্তি। ইহা পরিষদের বৃহত্তর সুবিধার জন্য কাজে ব্যবহার অথবা বিক্রয় করা হইবে।

(৬) কাজ চলাকালীন সময়ে বৃষ্টি বা যানবাহন চলাচলের ফলে কোন ক্ষতি হইলে ঠিকাদারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৭) মালামালের মূল্য এবং কার্যস্থলে এইগুলির পরিবহন খরচসহ ঠিকাদারকে দর প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রতি ১০০ একক (বর্গ মি:/ঘ:মি:/মি:) কাজের জন্য ঠিকাদার কি মানের মালামাল ব্যবহার করিবেন এবং কি পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন করিবেন তাহা সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

(৯) জরুরী অবস্থায় ঠিকাদারকে প্রতিদিন তাহার শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় ঠিকাদারকে যে পরিমাণ পাওনা পরিশোধ করিতে হইত পরিষদ ঐ পরিমাণ পাওনা শ্রমিকদের পরিশোধ করিবে এবং ইহা পরে ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(১০) ঠিকাদার কার্যস্থলে মালামাল এমনভাবে জমা করিতে পারিবেন না যাহাতে জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট যদি জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক অথবা অসুবিধাজনক মনে হয় তবে তাহার নির্দেশে ঠিকাদারকে সেইরূপ মালামাল অপসারণ করিতে অথবা ঠিকাদারের খরচে তিনি অপসারণ করাইতে পারিবেন।

(১১) নির্বাহী প্রকৌশলীর গ্রহণযোগ্য হইবে এমনভাবে ঠিকাদারকে কার্যস্থল পরিস্কার এবং রাবিশ মুক্তও করিতে হইবে। সকল উদ্ধৃত মালামাল, রাবিশ ইত্যাদি পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশে ঠিকাদার কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত পাওনা পরিশোধ করা হইবে না।

(১২) মেরামত কাজ চলাকালীন সময়ে অথবা কাজ সমাপ্তির পর কার্যস্থলে কোন রাবিশ অথবা আবর্জনা ঠিকাদারকে রাখিতে দেওয়া হইবে না। কাজ চলাকালীন সময়ে এইগুলি অপসারণ করতঃ কার্যস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। এই ধারা পালনে ঠিকাদার

অবহেলা প্রদর্শন করিলে নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যস্থল আবর্জনা মুক্ত করাইতে পারিবেন এবং ঠিকাদারের বিল হইতে এই খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

(১৩) কার্যস্থলে সরবরাহকৃত মালামাল উদ্দেশ্য বিহীনভাবে স্তুপ করা যাইবে না। ঠিকাদারকে নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশ মত মালামাল সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

মালামাল সরবরাহের দরপত্র চুক্তির শর্ত সমূহ।

১। যাহার দরপত্র গৃহীত হইয়াছে তাহাকে .... দিনের (অনুর্ধ ১০দিন) মধ্যে সুচারুরূপে চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে চুক্তির অধীন সরবরাহযোগ্য সকল মালামালের প্রাক্কলিত মূল্যের বায়নার টাকাসহ শতকরা দশভাগ জামানত বাবদ .... টাকা পরিষদে নগদে জমা করিতে হইবে। এই চুক্তির শর্তাধীন যে সমস্ত ক্ষতি ঠিকাদারের দ্বারা পূরণযোগ্য তাহা চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী জামানতের টাকা অথবা তাহার সুদ অথবা এইরূপে অন্য কোন জামানতের উপর সুদ অথবা কোন মালামালের (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) বিক্রয়লব্ধ টাকা অথবা পরিষদ কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ঠিকাদারের অন্য যে কোন পাওনা হইতে পূরণ করিতে পারিবেন।

২। দরপত্রে উল্লিখিত তারিখে অথবা তাহার পূর্বে ঠিকাদারকে মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন করিতে হইবে, অন্যথায় ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব দশ দিন প্রতিদিনের জন্য চুক্তির মোট মূল্যের শতকরা একভাগ হিসাবে ক্ষতিপূরণ ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৩। যেক্ষেত্রে শর্ত ২ এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ পর পর দশ দিনের জন্য আদায়যোগ্য হইবে সেইক্ষেত্রে পরিষদের বৃহত্তর স্বার্থের বিবেচনায় পরিষদ চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন অথবা পুনরায় কোন বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে ঠিকাদারের দায়িত্বে এবং খরচে অন্য কোনভাবে মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ইহার ফলে ঠিকাদারের কোন ক্ষতি হইলে কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

৪। যদি ঠিকাদারের মালামাল সরবরাহ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে দরপত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে পরিষদের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিলে নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন মোতাবেক চেয়ারম্যান একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সময় বৃদ্ধির লিখিত অনুমতি ব্যতীত ঠিকাদার শর্ত ২ এ উলিখিত জরিমানা মওকুফ দাবী করিতে পারিবেন।

৫। ঠিকাদার কোন মালামাল সরবরাহ করিতে চাহিলে তিনি পরিষদের নির্বাহী

প্রকৌশলীকে তাহা অবহিত করিবেন এবং যে সমস্ত মালামাল নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইবে তাহার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক একখানা প্রাপ্তি রশিদ দেওয়া হইবে এবং এইরূপ অনুমোদন ব্যতিরেখে কোন মালামাল সরবরাহ হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না।

৬। মালামাল সরবরাহ সমাপ্ত হইলে ঠিকাদারকে সেই মর্মে একখানা প্রত্যায়ন পত্র দেওয়া হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকাদার বাতিল মালামালসমূহ অপসারণ না করিবেন এবং অনুমোদিত মালামাল সমূহ তাহাকে দেয় নির্দেশ মোতাবেক সাজাইয়া না রাখিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সরবরাহ সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

৭। মালামাল সমূহ সর্বোচ্চ মানের এবং একান্তভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইতে হইবে। একমাত্র নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত এবং গৃহীত মালামালের জন্য পাওনা পরিশোধ করা হইবে।

৮। যেই ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলীর বিবেচনায় সরবরাহকৃত মালামাল স্পেসিফিকেশনে উল্লিখিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের সেইক্ষেত্রে ঠিকাদার নির্দেশ পাওয়ার পর পরই উক্ত মালামাল নিজ দায়িত্বে এবং খরচে অপসারণ করিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ইহার জন্য প্রদত্ত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার অপসারণ কার্যে অবহেলা করিলে নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারের দায়িত্বে এবং খরচে বা অন্য কোনভাবে বাতিলকৃত মালামাল অপসারণ করাইয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ অপসারণের খরচ ঠিকাদারের বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্য হইতে কর্তন করা হইবে।

৯। যদি ঠিকাদার অথবা তাহার শ্রমিক/কর্মচারীরা কোন বাড়ী, রাস্তা, বেড়া, বেষ্টনী, ঘাসের জমি অথবা আবাদি জমি ভাংগে অথবা নষ্ট করে তবে ঠিকাদারকে তাহাকে নিজের খরচে উহা মেরামত অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। ঠিকাদার এইরূপ করিতে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে ঠিকাদারের খরচে পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত রূপ মেরামত করাইয়া লইবেন। এইরূপ খরচ ঠিকাদারের বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্য হইতে কর্তক করা হইবে।

১০। সুচারুভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ঠিকাদার তাহার নিজ খরচে সরবরাহ করিবেন। যদি সরবরাহকৃত মালামাল নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশে ব্যবহারে জন্য অপসারণ না করা ঠিকাদারের দায়িত্বে থাকিবে।

১১। ঠিকাদার এই চুক্তি চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও অর্পণ (Sub-Let) করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপ অনুমতি ব্যতিরিকে ঠিকাদার কাহাকেও চুক্তি অর্পণ (Sub-Letting) করেন তবে তিনি চুক্তি ভংগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাহার জামানতের টাকা পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং মালামাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে

আবদ্ধ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতি হইলে তাহার কোন ক্ষতিপুরণের দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১২। স্পেসিফিকেশন এর ব্যাখ্যা সম্মন্ধে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং ঠিকাদারের উপর বাধ্যকর হইবে।

মালামাল সরবরাহের দরপত্র

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী/নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ সংযুক্ত শর্তসমূহে নিম্নবর্ণিত স্পেসিফিকেশনে উল্লিখিত মালামাল সরবরাহের দরপত্র দাখিল করিলাম।

ক্রমিক নং	সরবরাহের জন্য বর্ণিত মালামালের বিবরণ অথ বা স্পেসিফিকেশন	সরবরাহের স্থান সমূহ	প্রত্যেক স্থানে সরবরাহের পরিমাণ	প্রত্যেক স্থানে মালামাল সরবরাহের চূড়ান্ত তারিখসমূহ	প্রত্যেক মালের মোট পরিমাণ	মালামালের একক	মালামালের দর (সকল দায় সমূহ)	প্রত্যেক মালের মোট মূল্য (সকল দায় সমূহ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

দরপত্র গৃহীত হইল ঃ

(ক) এতদসংগে আমি/আমারা চুক্তির সংযুক্ত শর্তসমূহ এবং স্পেসিফিকেশনের সমুদয় শর্তসমুহ পূরণ করিতে এবং মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব। অন্যথায় চুক্তির অনুযায়ী সকল অর্থ এবং অন্যান্য জরিমানা যথাক্রমে পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইবে অথবা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) যদি চুক্তির শর্তের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী জামানতের .... টাকা জমা না করা হয় তবে ব্যাংক ড্রাফ্‌ট অথবা পে-অর্ডার মূলে এতদসংগে প্রদানকৃত টাকা .... পরিষদে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

স্বাক্ষীর স্বাক্ষরঃ
স্বাক্ষর নামঃ
ঠিকানাঃ
তারিখঃ

ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ
ঠিকাদারের নামঃ
ঠিকানাঃ
তারিখঃ

------------------------------ পরিষদের পক্ষে দরপত্র গ্রহণ করা হইল।
দরপত্র গ্রহণকারীর স্বাক্ষর।

ঠিকাদারের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম-কানুন ও নির্দেশাবলী।

১। কোন অংশীদারী ঠিকাদারী সংস্থা বা ফার্ম কর্তৃক দরপত্র দাখিল করিতে হইলে উক্ত সংস্থা বা ফার্মের প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই দরপত্রে সহি করিতে হইবে। কোন অংশীদার অনুপস্থিত থাকিলে তাহার দ্বারা আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তাহার পক্ষে সহি করিতে হইবে।

২। কোন সুপরিচিত এবং প্রসিদ্ধ সংস্থা অথবা দরপত্রে ও চুক্তিতে ঠিকাদার হিসাবে বর্ণিত কোন সংস্থা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে সংস্থার সকল অংশীদারকে সহিত করতঃ পরিশোধকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রাপ্ত সকল দরপত্র উপস্থিত থাকিতে আগ্রহী এমন সকল দরপত্র দাতা অথবা তাহাদের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সম্মুখে খোলা হইবে।

৪। পরিষদ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

অতিরিক্ত শর্তাবলী

১। ঠিকাদার কাজটি যথাযথভাবে চুক্তির শর্তসমূহ এবং স্পেসিফিকেশন মানিয়া এবং পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সরবরাহকৃত নক্সা ও ডিজাইন অনুসরণ করিয়া নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশ মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করিবেন। কাজের মান সংরক্ষণ এবং কাজটি সুচারুরূপে সমাপ্ত করনের জন্য ঠিকাদার সর্বতোভাবে দায়ী থাকিবেন।

২। দরপত্র দাখিলের পূর্বে ঠিকাদারকে অবশ্যই কাজের স্থান ও অবস্থান, মালামাল পরিবহনের যানবাহন এবং নক্সা ও ডিজাইন যাচাই করিতে হইবে। দরপত্র দাখিলের পর ইহার জন্য কোন দাবী বা অজুহাত গ্রাহ্য হইবে না।

৩। ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দরের মধ্যে কাজের দফার (আইটেম) প্রয়োজনীয় সকল মালামাল এবং আনুষাংগিক সকল কার্যাদির খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। দেয় দর পরিষদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ কাজের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইবে। কাজের পত্তন করা, ভাংগা, কার্যস্থল পরিস্কার করা, মাচা তেরী করা, স্থানীয় অথবা অন্যান্য কর পরিশোধ করা, যন্ত্রপাতি এবং আনুষাংগিক অথবা সকল পরিবহন খরচাদি উদ্ধৃত দরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। কাজ চলাকালীন, কাজের পরিমাণ সিডিউলে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা কম/বেশী হইতে পারে। উক্তরূপ কম বা বেশী কাজের জন্য ঠিকাদারের পাওনার পরিমাণ উদ্ধৃত দর অনুযায়ী কম বা বেশী হইবে।

৫। কোন কারণে যদি পরিষদ কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ কোন কাজ বাস্তবায়ন না করা হয়

তবে অবাস্তবায়িত কাজের জন্য ঠিকাদারের কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমনকি ঠিকাদার সরবরাহযোগ্য মালামালের অথবা শ্রমিকের জন্য যদি কোন অগ্রিম প্রদান করিয়া থাকেন তবে সেইক্ষেত্রেও কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৬। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মালামাল ঠিকাদার নিজ খরচে কার্যস্থলে সংগ্রহ করিবেন এবং কাজে ব্যবহারের পূর্বে নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৭। সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কার্য সম্পাদনকালীন সময়ে শ্রমিক এবং মালামালের বাজার দরের উর্ধ্বগতির কারণে সিডিউলে বর্ণিত কোন কাজের দফার (আইটেম) দর বৃদ্ধির কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৮। সকল প্রকার নির্দেশাবলী এবং অনুমোদন নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদান করিতে হইবে। যাহার দ্বারাই দেওয়া হউক না কেন কোন প্রকার মৌখিক নির্দেশাবলী অথবা অনুমোদন কার্যকর হইবে না।

৯। সরবরাহ কাজ চূড়ান্ত সমাপ্তির প্রত্যয়ন পত্র জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ঠিকাদারের জামানতের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

১০। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্তি করিতে প্রয়োজনে ঠিকাদারকে দিবা-রাত্র কাজ করিতে হইবে। দিবা-রাত্র অথবা অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য ঠিকাদারের কোন অতিরিক্ত দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১। ঠিকাদারকে নিজ খরচে কাজের জন্য এবং তাহার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। ঠিকাদার কর্তৃক সংগৃহীত দেশে তৈরী অথবা বিদেশী যে কোন ইস্পাত দ্রব্যের ওজন বা পরিমাপ সংশ্লিষ্ট কাজের দফার বিপরীতে ওজন বা পরিমাপের নির্ধারিত মান অনুযায়ী হিসাব করা হইবে এবং আকার বা ওজনের তারতম্যের জন্য কোন অতিরিক্ত দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ঠিকাদারের স্বাক্ষর ঃ	নির্বাহী প্রকৌশলী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের আদেশক্রমে

স্বাঃ/-যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা
১৫/১০/৯৮
চেয়ারম্যান